ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 08. No. 01. February 2013

উপনিবেশিক জাতিতত্ত্বে ভারতীয় জাতি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগঃ ভারতীয় অপরাধপ্রবণ জাতি সম্পর্কে উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যালোচনা

মোনালিসা ভট্টাচার্য্য*

সারসংক্ষেপঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষত ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছিল। বিদ্রোহের প্রবণতা ও কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসকবর্গ ইউরোপীয় অপরাধপ্রবণ জাতিতত্ত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। ফলশ্রুতি হিসেবে ইংরেজ লেখকদের রচনায় বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন ভারতীয় জাতি 'অপরাধপ্রবণ জাতি' হিসেবে চিহ্নিত হয়। যদিও ব্রিটিশ লেখকরা এ সিদ্ধান্তে আসার আগে বিজ্ঞান ভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এ অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন স্থানীয় এলিটদের দ্বারা। যারা বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে ব্রিটিশদের তথ্য প্রদান করেছিল প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচণকে সামনে রেখে। ব্রিটিশ লেখকরা এ সমস্ত তথ্যকে দৃঢ় সত্য ধরে নিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহী প্রবণতা সম্পন্ন ভারতীয় জাতিগুলোকে 'অপরাধপ্রবণ জাতি' হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলে, এলিটদের প্রদেয় তথ্যের সত্যতা যাচাই না করেই। ক্রুক, ইবেটসন, ওল্ডহ্যাম, পারসার, ফ্রানস্, রিসলে প্রমূখ উপনিবেশিক প্রশাসক-লেখকরা প্রবাদ প্রবচণকে নির্ভর করে ভারতীয় জাতি সম্পর্কে যে সরলীকৃত ধারণা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন তার সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভূমিকা

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ভারতীয় জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে জাতিতত্ত্ববিদ উপনিবেশিক প্রশাসক লেখকদের রচনার মধ্যে এ প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যে, যে সমস্ত জাতির মানুষেরা উক্ত বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যারা ব্রিটিশ-বিরোধী তারা সততই অপরাধপ্রবণ এবং ব্রিটিশদের শত্রু (Mayaram,1991)। এ ধরনের জাতিভিত্তিক সরলীকরণের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল জেলাভিত্তিক সেটল্‌মেন্ট রিপোর্ট। এ সমস্ত প্রতিবেদনগুলো মূলতঃ ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে আলোকপাত করলেও যে অঞ্চল বা পরগনা সম্পর্কে এগুলো রচিত হয়েছিল সেই অঞ্চল বা পরগনার মানুষের কথাও তুলে ধরেছিল। ক্রুক, ইবেটসন, পারসার এবং ফ্রানস্, ওল্ডহ্যাম, রিসলের মত প্রথিতযশা প্রশাসক লেখকরা, যদিও ভারতীয় জাতি সম্পর্কে তাদের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তারা জেলাভিত্তিক *Settlement Report* থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে

* সহকারি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শ্রীরামপুর কলেজ, শ্রীরামপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বিষয়টিকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে। রিপোর্টগুলোতে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের জাতি পরিচয় এবং জাতি বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে প্রচলিত অঞ্চলকেন্দ্রিক প্রচলিত প্রবাদের ওপর ভিত্তি করে (Raheja,1996)। ব্রিটিশ ভারতের আদমসুমারী কমিশনার (১৮৯৯) পরবর্তীকালে (১৯১০) Royal Anthropological Institute'- এর Director এইচ.এইচ. রিসলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল *The People of India* শীর্ষক গ্রন্থ, যেখানে ভারতীয় জাতিগুলোর মধ্যে যে প্রবাদ-প্রবচন সুপ্রচলিত সেগুলোকে তুলে ধরে ভারতীয় জাতি সম্পর্কে সরলীকৃত ধারণা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে প্রবাদ-প্রবচণকে নির্ভর করে। উপনিবেশিক জাতিতত্ত্ববিদরা ভারতীয় জাতি সম্পর্কে যে সরলীকৃত ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছেন তার প্রকৃত উদ্দ্যেশ্যের ওপর অলোকপাতের মধ্যদিয়ে ভারতীয় জাতি সম্পর্কে পর্যালোচনা বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

১৮৫৭- এর বিদ্রোহের পরবর্তী পর্বে জাতি বৈশিষ্ট্য

১৮৫৭ খ্রীঃ এর বিদ্রোহে যারা অংশগ্রহণ করেছিল এবং যারা বিদ্রোহাত্মক কর্মসূচি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল সেই সমস্ত জাতির মানুষেরা ব্রিটিশদের রচনায় চিত্রিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুরূপে। উপনিবেশিক গ্রন্থপ্রণেতারা বিদ্রোহের মাত্রার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তাদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টায় যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ এ যে সমস্ত ভারতীয় জাতি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তাদের ব্রিটিশ শাসনের শত্রুভাবাপন্ন চিহ্নিত করে ব্রিটিশ প্রশাসক-লেখকরা সেই সমস্ত জাতি সম্পর্কে '*Turbulent*' শব্দটি ব্যবহার করেছেন প্রায়শই। উদাহরণস্বরূপ গুজর ও মেয়োদের কথা উল্লেখ্য। এরা ১৮৫৭ খ্রীঃ এর বিদ্রোহে যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আর তাই প্রায় সমস্ত ব্রিটিশ প্রশাসকরা এ জাতিদ্বয় সম্পর্কে প্রবাদ-প্রবচণ উদ্ধৃত করে যে বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন তাতে তারা চিত্রিত হয়েছিল ব্রিটিশদের শত্রুরূপে। বৃহত্তর রাজপুতানা, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যভারতে অবস্থানকারী মেয়োদের সম্পর্কে ক্রুক মন্তব্য করেছিলেন, "সিপাহী বিদ্রোহের সময় মেয়োরা তাদের ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল" (Crooke, 1890)। মেয়োদের সম্পর্কে যে প্রবচণ সুপ্রচলিত রয়েছে তার মধ্য দিয়ে বিষয়টি পরিস্ফুটিত যে মেয়োদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার পূর্বে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারই বুদ্ধিগ্রাহ্য পদক্ষেপ। আবার তাদের রক্ততৃষ্ণা সম্পর্কে বলা হয়েছে কোনো পুত্রসন্তান ১২ বছর বয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে গুজর জাতি ক্রুক-এর রচনায় চিত্রিত হয়েছে 'boldest cattle thief in the country' (Crooke, 1907:114) হিসেবে। গুজর সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়। এ প্রবাদে বলা হয়েছে-

"কুত্তা, বিলি দো / রঙ্গর, গুজর দো / ইয়ে চার না হো / তো খুলা খিড়কি শো।"

যার অর্থ- "কুকুর, বিড়াল, রঙ্গর,গুজর এ চারটি না থাকলে যেকোনো মানুষ তার দরজা খুলেই ঘুমোতে পারে" (Crooke, 1896: 228)।

ডবলিউ. ই. পারসার এবং এইচ.সি. ফ্রানস্- র *Report on the Revised Land Revenue*

Settlement of the Rohtak District of the Hisser Division in the Punjub -এর নামোল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে মুসলিম-রাজপুত-রঙ্গার সম্পর্কে অনেক কদর্য বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এ সমস্ত সরকারি সমীক্ষাগুলো নৃতাত্ত্বিক চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছিল বলা যায় না। বরং উপনিবেশিক স্বার্থই এর সঙ্গে বিজড়িত ছিল অনেক বেশী পরিমানে। ডঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, "ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ সবগুলো সমীক্ষাতেই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটি বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাইরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যকেও নির্দেশ করে" (Bandopadhyay,1990:119)।

যে সমস্ত জাতি ১৮৫৭- এর বিদ্রোহে বা তৎপরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধিতায় অগ্রবর্তী হয়েছিল এবং যারা রাজস্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তৎপরতা প্রদর্শন করতো না বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দিত সেই সমস্ত জাতিগুলো উপনিবেশিক প্রশাসক-লেখকদের রচনায় চিত্রায়িত হয়েছে অপরাধপ্রবণ, যুদ্ধপ্রবণ ও চৌর্যবৃত্তিসম্পন্ন জাতিরূপে। উপনিবেশিক জাতিতত্ত্ববিদ্যার ধারা অনুযায়ী অপরাধপ্রবণ জাতি তারাই যারা ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী, যেমন গুজর জাতিগোষ্ঠী। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও আদর্শগত কারণ অপেক্ষা অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল ছিল উপনিবেশিক স্বার্থপূরণের বিষয়টি। দৈনন্দিন জীবনে হয়তো প্রবাদের মূল্য রয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশরা প্রচলিত প্রবাদগুলোকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে যে ভাবে ব্যবহার করেছিল তাতে আলোচিত জাতিগোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে পরিস্ফূটিত হয় না কোনোক্রমেই। ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে ব্রিটিশদের ধ্যান-ধারণা তেমন স্বচ্ছ ছিল না। তদুপরি প্রবাদগুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে এলিট গোষ্ঠীর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা তাদের ভুল পথে পরিচালিত করে। তাই জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশের সঙ্গে মিলিত না হয়ে এবং উপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থতায় ভারতীয় সমাজ ও জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে উপনিবেশিক প্রশাসক-লেখকদের উপস্থাপিত বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদেশদর্শী ও ভ্রান্তপূর্ণতার পরিচয় বহন করে। বস্তুতঃপক্ষে ইউরোপীয় প্রচলিত সামাজিক বিভাগগুলোর বিশ্লেষণের নিয়মাবলী ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তেমনভাবে প্রয়োগ করা হয় নি। এ প্রসঙ্গে টমাস আর. মেটকাফ বলেছেন, "Class, by contrast, which Victorian Englishmen regarded on the great divide in their own society, was no where to be found in British accounts of India's people" (Metcafe, 1997: X)। জাতি ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ প্রশাসক লেখকরা প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু সেগুলোকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিচক্ষনতার পরিচয় দিতে পরেন নি। কেভিন হবসন বলেছেন, "The data was compiled on the basis of British understanding of India. This understanding was deeply affected by British concepts of their own past, and by British notions of race and the importance of race in relation to the human condition"(Hobson)।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে *Report on the Revised Land Revenue Settlement of the Rohtak District of the Hissar Division in the Punjub* -এ ডবলিউ.ই. পারসার এবং এইচ.সি. ফ্রানস্ মুসলিম রাজপুত রঙ্গারদের কথা তুলে ধরেছেন। এ রঙ্গাররা ১৮৫৭ খ্রীঃ এর বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছিল এবং ব্রিটিশদের ভুমিরাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিল।

স্বভাবতই এ রঙ্গাররা ব্রিটিশ প্রশাসক লেখকদের রচনায় চিত্রিত হয়েছিল 'অপরাধপ্রবণ' জাতিরূপে। রঙ্গার জাতিভুক্ত মানুষেরা কোনো সময়েই ব্রিটিশদের আইন-কানুনকে মান্য করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করত না। স্বভাবতই রঙ্গারদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার মদদপুষ্ট প্রশাসক লেখকরা সদাসর্বদাই পোষণ করত বিরুদ্ধ মত- ব্রিটিশ শাসকুলের স্বার্থ রক্ষার্থেই।

ডেনজিল ইবেটসন যিনি ১৮৮১ খ্রীঃ এ পাঞ্জাবে আদমসুমারীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তিনিও তাঁর রচনায় এ ধরনের প্রবাদ প্রবচণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থকরণের প্রচেষ্টায় যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন। তিনি রাজপুত-মুসলিম সম্প্রদায় খারালদের কথা বলতে গিয়ে প্রমানের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন যে তারা তাদের অপরাধপ্রবণতার জন্য কুখ্যাত। ইবেটসন এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে লাহোরের খারালরা মন্টগোমারির খারালদের তুলনায় কোনো অংশেই ভাল চরিত্রের নয়। তিনি এক পার্সি প্রবাদের ভিত্তিতে লিখেছিলেন, "ডোগার, ভাট্টি, ওয়াটু এবং খারাল প্রত্যেকেই হল বিদ্রোহী প্রবণতা সম্পন্ন""(Ibbetson, 1916:175)।

ইবেটসন রাজপুত জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে গুণগান করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, এ সমস্ত রাজপুত নেতৃবর্গ সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসনীয় পদ লাভ করত। স্বভাবতই তাদের প্রভুভক্তি ব্রিটিশ লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু কৃষিকাজে নিযুক্ত গুজরদের বর্ণনায় ইবেটসন অত্যন্ত কদর্যতার পরিচয় দান করেছেন। গুজরদের প্রতি তিনি তীব্র আক্রমণ হেনেছেন প্রচলিত প্রবাদের উদ্ধৃতিদানের মাধ্যমে; যেমন- "*Jitte dekhan Gujar, itte deyie mar*" অর্থাৎ "যেখানে গুজরদের দেখবে সেখানে মারবে"। বস্তুতপক্ষে এ ধরনের প্রবাদকে তুলে ধরে ইবেটসন ব্রিটিশ-বিরোধী গুজরদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। আবার ব্রাহ্মণরা তাঁর রচনায় বর্ণিত হয়েছে, ".....vile cultivators, being lazy to degree ; and they carry the grasping and overbearing habits of their caste into their relations as land owners, so that wherever Brahmans hold land, disputes may be expected. The local proverb goes *Brahman se bura bagar se kal*, as famine from a desert, so comes evil from a Brahman'." (Ibbetson, 1916).

ওল্ডহ্যাম তাঁর *The Pro-verbs of the People in a District (Shahabad) of North India* শীর্ষক নিবন্ধে প্রবাদের সঙ্গে বিভিন্ন জাতির দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। তিনি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই মন্তব্য করেছেন বিহারের শাহাবাদ জেলায় কুড়ি বছর প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত সূত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধ। তিনি সমগ্র জেলার ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করেছেন মাত্র দুটি বাক্যে এবং তার পরেই আলোচনা আরম্ভ করেছেন এ অঞ্চলের 'যুদ্ধপ্রিয়' জাতিগুলো সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "It is part of ancient Karusadesa, the country of the Karusas, referred to in the old Sanskrit texts as a very warlike race." তিনি আরো বলেছেন, "এখানে ভোজপুরী আহিরদের মতো যুদ্ধবাজ জাতিগুলো অবস্থান করে।" এ ভোজপুরী আহিররা ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী। আর তাই ব্রিটিশ লেখকদের দৃষ্টিতে এরা চিত্রিত হয়েছে অপরাধপ্রবণ জাতিরূপে। ওল্ডহ্যাম প্রচলিত প্রবাদের ভিত্তিতে লিখেছিলেন:

"ভোজপুরে যেও না, যদি তুমি যাও সেখানে থেকো না, যদি তুমি থাকো সেখানে খেয়োনা, যদি

তুমি খাও সেখানে ঘুমিও না, যদি তুমি ঘুমাও তবে তোমার অর্থের প্রত্যাশা করো না, কারণ রাত্রের মধ্যেই সেগুলো খোয়া যাবে" (Oldham, 1930, 323-324) ।

ওল্ডহ্যাম আহিরদের চিত্রিত করেছেন প্রকৃতিগতভাবে এক হিংসাপ্রবণ জাতিরূপে এবং দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত প্রবাদগুলোর সঙ্গে তাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মতানুসারে ভোজপুরী আহির সম্পর্কে আঞ্চলিক প্রবাদগুলো সত্যেরই প্রতিফলন মাত্র। ক্রুক যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের আহিরদের চিত্রিত করেছেন ডাকাতরূপে। তিনি সামসি এবং হাবুরা বা ভাটু সম্পর্কে বলেছেন, "এরা আহিরদের তুলনায় অনেকবেশী অপরাধপ্রবণ এরং ভয়ঙ্কর। এরা রাত্রির অন্ধকারে ব্যবসায়ী বা বিবাহযাত্রীদের ওপর চড়াও হয় এবং তাদের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে হত্যা করে"(Crooke,1907:142-43) । এ সমস্ত জাতির আর্থিক উন্নতির সূযোগ দান করা হলেও তাদের বেশির ভাগই পুরানো পেশায় ফিরে যায় বলে ক্রুকের অভিমত।

ঊপনিবেশিক লেখকরা তাঁদের রচনায় যে বিষয়টির ওপর সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমানে আলোকপাত করেছেন তা হল, ভারতবাসী তাদের প্রকৃতস্বরে কথা বলে তখনই যখন তারা কোনো প্রবাদ-প্রবচণকে উদ্ধৃত করে। রিসলে তাঁর *The People of India* শীর্ষক রচনার প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধের একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'Caste in Pro-verbs and popular Sayings' নামে যে অংশটি, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, যে সমস্ত মানুষদের সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত মানুষেরা নিজেদের মধ্যে যে ভাবে কথা বলে তার ভিত্তিতে তাদের চারিত্রিক বিবরণ দান (Risley,1908)। এ সমস্ত লেখকেরা এরূপ ধারণার শিকার হয়েছিলেন যে প্রবাদ-প্রবচণ ভারতীয় জনগণের প্রকৃত মানসিকতা ও অনুভূতিকে উপস্থাপিত করে থাকে। অতঃপর তাদের লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ।

প্রথা-পরম্পরা ও জাতিতত্ত্ব

উইলিয়াম ক্রুক জাতিভিত্তিক আচার অনুষ্ঠানাদির কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, "Low-Caste people may heap abouse on high-caste people, sometime using poetic or proverbial verses." এ প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় উৎসব হোলির কথা বলেছেন। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার রামোসিদের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "হোলির পরের দিন তারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে থাকে যেখানে নিক্ষেপ করা হয় বাড়তি জঞ্জাল ও আবর্জনা। ঐ দিন নিচু জাতির মানুষেরা উচ্চ জাতির কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষকে নাগালের মধ্যে পেলে তার সমগ্র শরীর কর্দমাক্ত করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি তার সঙ্গে কোনো নিচু জাতির মানুষ পাঞ্জা কষাকষিও আরম্ভ করে দেয়। আবার তার পরের দিন উত্তম পোষাক পরিহিত মানুষকে তারা গোবর জলে স্নান করিয়ে দেয়" (Crooke,1907)। ক্রুক এর মতানুসারে হোলিতে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ক্রুক বিষয়টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ ধরনের আচার-আচরণ বা প্রথা-পরম্পরা হিন্দু রক্ষণশীলতার গণ্ডি বহির্ভূত।

রামঘরিব চৌবের রচনায় উপস্থাপিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। ১৮৯৪ খ্রীঃ 'Dushadh Song'

নামে এক ক্ষুদ্রকারের রচনা প্রকাশ করেছিলেন। যে রচনার বিষয়বস্তু ছিল এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক নিচু জাতির মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণ তার ভগিনীকে নিচুজাতির ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে (Narayan, 2003:16-17)। চৌবের রচনায় যে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতো নিচু স্তরের জাতি বা ব্যক্তির কাছে। ক্রুক, বিষয়টিকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন চৌবের রচনা ছিল তার বিপরীতধর্মী। চৌবে মন্তব্য করেছিলেন এ ধরনের ঘটনা ছিল কৌতুহলোদ্দীপক। তবে এগুলো বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার ক্ষমতা নিচুজাতির মানুষের ছিল না। ভারতীয় সমাজে নিয়ামক শক্তি ছিল ব্রাহ্মণরাই। ক্রুক এর অধঃস্তন চৌবে যদি নিজে ব্রাহ্মণ না হয়ে কোনো নিচুজাতির মানুষ হতেন তবে হয়তো ব্রাহ্মণদের সাফাই তিনি গাইতে পারতেন না। তিনি যদি দুসাধ জাতির মানুষ হতেন তবে তাঁর রচনা বিপরীত খাতেই প্রবাহিত হতো।

ব্রিটিশ ভারতের জাতি সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন বিশেষ ভাবে সুবিদিত তারা প্রায় প্রত্যেকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে ভারতীয় সমাজে অসবর্ণ বা অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ গ্রহণযোগ্যরূপে বিবেচিত হতো না। যখন এ ধরনের কোনো অসবর্ণ বিবাহের ঘটনা ঘটত তখন উচ্চবর্ণ সম্ভূত মানুষেরা জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। রিসলে লিখেছেন, "The high-born man mourns the loss of his of caste as he would the loss of his nose" (Risley, 1908)। তাঁর মতানুসারে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জাতিপ্রথা মানুষকে হত্যা করে, আবার জাতিপ্রথাই তাদের বাঁচিয়ে রাখে। জাতি পঞ্চায়েতগুলো অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে যে ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো তা নিজস্ব জাতির বাঁচা মরার পথ সুনির্দিষ্ট করে দিত। এ মর্মে কোনো ব্যাক্তি জাতিচ্যুত হলে তার হাত থেকে জল গ্রহণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। অনুরূপভাবে নিচুজাতি উদ্ভূত মানুষের হাত থেকে জলগ্রহণ বিবেচিত হতো ধর্মানুষ্ঠানের দূষিতকরণের ঘটনারূপে। নিচুজাতি উদ্ভূত মানুষেরা চিহ্নিত হতো গন্ধ- মূষিক (Musk-rat) নামে। যদি একবার তাদের গন্ধ ভেতরে প্রবেশ করে তবে তা স্মরণে থাকে বহুদিন (Risley & Gait,1903)। তিনি আরো দেখিয়েছেন, খনিতে আকরিক যেমন প্রধান, তেমনি যেকোনো জাতির শিশুরা অন্যতম আকর্ষণরূপে বিবেচিত। বলাবাহুল্য রিসলের রচনায় একথা কোনোভাবেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে না যে, জাতিভিত্তিক এ সমস্ত প্রবাদ বাক্য তাদের দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে ব্যবহৃত হতো (Raheja,1996:500)। উচ্চ বংশোদ্ভূত মানুষের সঙ্গে নিচু বংশোদ্ভূত মানুষের প্রভেদ ছিল ঠিকই কিন্তু তিনি সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেননি যে, কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে তা উন্নীত হতো চূড়ান্ত পর্যায়ে। যে বিষয়টি তিনি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তা হল ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব সুদীর্ঘ সময়কালব্যপী সুপ্রতিষ্ঠিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় এলিট সম্পর্কে ঊপনিবেশিক প্রশাসকদের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটলেও যে সমস্ত ভারতীয় জাতি ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছিল তাদের সম্পর্কে ব্রিটিশদের ধারণা ছিল পূর্ববৎ। গুজর, মেয়ো এবং খারাল সম্পর্কে তাঁরা যে ধরনের বক্তব্য উপস্থাপিত

করেছিলেন তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। তবে এ সমস্ত প্রবাদ যে উনবিংশ শতাব্দীর গ্রামসমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা বলা বাহুল্য। এ সমস্ত জাতির মানুষেরা ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাতদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষাকল্পে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে। ব্রিটিশ লেখকরা উত্তর ভারতের বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে যে সমস্ত প্রবাদ প্রবচণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন সেগুলো সরবরাহ করেছিল ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাতরা, অবশ্যই নিজ স্বার্থ সিদ্ধির লক্ষ্যে। স্বাধীনচেতা জাতিগুলোকে অবদমিত করার জন্য তারা তাদের গায়ে অপরাধপ্রবণ জাতির তকমা এঁটে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি (Simhadri,1991, Tribes Act, 18/1 see Appendix of the book)। ব্রিটিশ প্রশাসক-লেখকরা এবং ব্রিটিশ শাসককুল ঐ সমস্ত প্রশাসকদের বক্তব্যকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছিল কোনোরূপ বিচার বিবেচনা ছাড়াই। ব্রিটিশ প্রশাসকরা ভারতীয় গ্রামসমাজ সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন এবং উদাহরণস্বরূপ যে সমস্ত প্রবাদ ব্যবহার করেছিলেন সেগুলো তাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল সাধারণ মানুষের নিজস্ব ধারণারূপে।

উপসংহার

ক্রুক, ইবেটসন, ওল্ডহ্যাম, পারসার, ফ্রানস্ তাঁদের রচনায় বিভিন্ন জাতির কথা বর্ণনা করলেও পরস্পরের রচনার ক্ষেত্রে মূলগত ঐক্যতান পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তাঁদের উত্থাপিত প্রবাদবাক্যের টিকাটিপ্পনি প্রধানতঃ বিস্তারিত হয়েছে বিভিন্ন জাতির বিবরণের মধ্যে, তাদের বিদ্রোহে যুক্ত থাকার প্রবণতা বা রাজস্ব দাবীর বিরোধিতার মধ্যে। প্রকৃতিআয়ণের বিরোধিতা সংক্রান্ত ধারণায় যেখানে কেন্দ্রিভূত উপনিবেশিকতার দ্বারা ভারত শাসিত হয়েছিল। উপনিবেশিক মানবজাতিতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্মত বিবরণের মধ্যে জনগণ দেখেছিল ব্রিটিশ শাসন বিরোধী বিদ্রোহ, রাজনৈতিক ও ধারণাগত কারণের জন্য নয়, তারা প্রকৃতিগতভাবে এর দ্বারা পূর্ব প্রভাবিত ছিল। আসলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উপনিবেশিক প্রশাসক লেখকদের রচনায় সামাজিক আচার আচরণ থেকে যে প্রবাদগুলো তুলে ধরা হয়েছিল তা ছিল তাদের পূর্ব প্রস্তুতি ভিন্ন রচনা এবং অনুবাদগুলো ছিল উদ্ভূত ভাষ্য নয়, সারাংশ স্বরূপ এবং জাতির প্রবৃত্তির অবিকল অনুবাদ। এ সমস্ত অনুবাদের মূল অর্থের পরিবর্তন না করে পরবর্তী পর্বে উদ্ধৃত হয়েছিল এবং ছড়িয়ে পড়েছিল উপনিবেশিক রচনায়। বিদ্রোহের প্রকৃতায়ন এবং রাজস্ব প্রদানে অসম্মতি যে প্রধান যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল, তাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল সামরিক শৃঙ্খলার দ্বারা। জাতি সম্পর্কিত এ সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ইঙ্গিত দান করে থাকে উপনিবেশিক শাসনে বা রাজনীতিতে তাদের সৃষ্টিকর্মকে সংযুক্ত করার। এক্ষেত্রে সুপ্রচলিত প্রবাদ প্রবচণ নয় তারা নিজেদের স্বার্থে এবং নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিল তা আদৌ বাস্তবসম্মত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। পরবর্তী পর্বে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে বহু নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল যার ধারা সাম্প্রতিক কালেও বহমান। এ সমস্ত নতুন ধারার গবেষণা ভারতীয় জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সহযোগে।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রবাদবাক্য সম্পর্কিত উপনিবেশিক পাঠের ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন

বিষয়কে পাঠ্যবহির্ভূত করেছিল। তাঁরা একথা স্বীকার করেছিলেন যে প্রবাদবাক্যগুলো তারা স্থানীয় এলিটদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। উপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোয় এ এলিটগোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে প্রবাদবাক্য বলার মধ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা নির্দিষ্ট রেখেছিল। অতিপ্রাকৃতির আকারের দ্বারা এবং প্রাত্যহিক যোগাযোগের অনুশীলণরূপে এবং প্ররোচনার ধরন হিসেবে গড়ে ওঠা প্রবাদগুলো উপনিবেশিক প্রশাসক-লেখকদের তর্জমার প্রধান বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁরা প্রাত্যহিক বাগ্মীতা ও কৌশল, যেগুলো ছিল অনালোচিত তার অনুবাদ করেছিলেন। জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এবং কেবলমাত্র স্বার্থান্ধ এলিট গোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করে উপনিবেশিক প্রশাসক জাতিতত্ত্ববিদেরা ভারতীয় জাতি গোষ্ঠী গুলোর প্রাত্যহিক জীবনে প্রবাদমালা সম্পর্কে যে রচনা উপস্থাপিত করেছেন তা অনেকাংশেই ভ্রান্তিপূর্ণ থেকে গেছে।

তথ্যনির্দেশিকা

1. Bandopadhyay, Sekhar (1990): *Caste, Politics and the Raj: Bengal 1872-1937*, Calcutta,
2. Crooke, William (1890):.*An Ethnographical Handbook for the North- West Provinces and Oudh*, Govt. Press, Allahabad,
3. Crooke, William (1907): *Natives of Northern India*, Archibold Constable and Co., London,
4. Crooke, William (1896): *Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh*, 4 Vols., Govt. Press, Allahabad,
5. Hobson, Kevin *Ethnographic Mapping and the Construction of the British Census in India,* http://www.britishempire.co.uk/article/castesystem.htm
6. Ibetson, Sir Denzil (1916): *Punjab Castes*, The Supbeintendent, Govbenment Peintins, Lahore, Punjab.
7. Ibetson, Sir Denzil (1883): *Outlines of the Pubnjab Ethnography*: *being extracts from the Punjab Sencus report 1981*, Govt.Press, Calcutta.
8. Mayaram, S (1991): *Criminality or Community? Alternative Constructions of the Mev Narrative of Darya Khan*, Contributions to Indian Sociology, 25 (1): 57-84.
9. Mayaram, S (1991): *Criminality or Community? Alternative Constructions of the Mev Narrative of Darya Khan*, Contributions to Indian Sociology, 25 (1): 57-84.
10. Metcafe, T.R.(1997): *Ideology of the Raj*, Cambridge University Press, Cambridge,
11. Narayan, Badri (June, 2003): *Honour, Violence and Conflicting Narratives: A Study of Myth and Reality*, New Zealand Journal of Asian Studies, 5 (1).
12. Oldham, (1930): *The Pro-verbs of the People in a District (Shahabad) of North India,* Folklore, 41.
13. Raheja, Gloria Goodwin (1996): *Caste, Colonialism, and the Speech of the Colonized: Entextualization and Disciplinary Control in India*, American Ethnologist, 23 (3).
14. Risley, H.H. (1908): *The Peoples of India,* Thacker & Spink, Calcutta.
15. Risley, H.H. and Gait, E.A. (*1903*): *Report on the Census of India 1901*,
16. Superintendent of Census Commissioner, Government of India, Calcutta.
17. Simhadri, Y.C. (1991): *Denotified Tribes*, Classical Publishing Company, New Delhi.